যায়যায়দিন

তারিখ 24 JUN 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সহায়ক স্কুলের সুপারিশ ইউনিসেফের

যাযাদি রিপোর্ট

ইউনিসেফের প্রকাশিত 'বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি-২০১৩' প্রতিবেদনে দেশের সাধারণ স্কুলগুলোকে প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়ক করে নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে।

এতে বলা হয় দেশের সাধারণ স্কুলগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়ক নয়। স্কুলের পরিবেশ ও কাঠামোও প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াশোনা ও যাতায়াতের জন্য সহজ নয়। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে না রেখে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেয়ার জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

রোববার হোটেল রূপসী বাংলায় মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে দুই শিশু পায়েল ও রাকিবও তাদের স্কুলগুলোকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করে গড়ে তোলার আবেদন জানায়। শিশু মাহিয়া আক্তার পায়েল তার বক্তব্যে স্কুলগুলো পরিষ্কার ও ঘরগুলো প্রতিবন্ধীদের সহায়ক করে গড়ে তুলতে আবেদন জানায়।

১১ বছরের রাকিব তার বক্তব্যে প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করলে আসা-যাওয়ার সুবিধা হয় বলেও জানায় সে। অনুষ্ঠানে বিশ্ব শিশু প্রতিবেদন-২০১৩'র বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ইউনিসেফ বাংলাদেশের কমিউনিকেশন ম্যানেজার আরিফা এস শারমিন। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাটি মূল ধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের শিক্ষার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক খুবই কম।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেয়ারও সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনটিতে।

প্রতিবন্ধী শিশুরা নির্যাতন, শোষণ অত্যাচার এবং অবহেলার বড় শিকার

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা সব শিশুরই সুযোগের পরিধি বিস্তার করে। এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যও তাদের আকাঙ্ক্ষা মেটানোর সুযোগ পায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া অথবা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ সবচেয়ে কম। এরা অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ এবং অবহেলার সবচেয়ে বড় শিকার। এসবের মূল কারণ সামাজিক লজ্জা অথবা তাদের প্রতিপালনে অর্থনৈতিক খরচ। প্রতিবেদন অনুসারে প্রতিবন্ধী শিশুরা কী কী করতে পারে না, সে কথা চিন্তা না করে, তারা কী কী করতে পারে সমাজ সেদিকে নজর দিলে প্রতিবন্ধী শিশু ও সমাজ উভয়েরই উপকার হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিবন্ধিত্বের কারণে বৈষম্য এক ধরনের নিপীড়ন। একাধিক বঞ্চনার কারণে অনেক প্রতিবন্ধী শিশু বৃহত্তর ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কাজ করতে আমরা দায়বদ্ধ। তাদের জীবনটাও যেন স্বাভাবিক আরো ১০ জনের মতো হতে পারে সে লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।